কাহিনী

নগর কোলকাতার জনক এবং প্রাণপুরুষ জবচার্ণকের জীবনের স্মরণীয় অধ্যায় 'জবচার্ণকের বিবি'।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অবাধ বাণিজ্যের সনদপ্রাপ্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চতুর্থ ডিভিসনের বিশ্বস্ত কর্মচারী জবচার্ণক মেরীএ্যানের নৃত্যানুরাগী হলেও আসলে ছিলেন গৃহকাতর অথচ কর্তব্যনিষ্ঠ।

ঘটনাচক্রে পাটনাকুঠীতে বদলি হলে সেই কাতরতা কাটলেও হিন্দু রমনী লীলার (এ্যাঞ্জেলা) প্রতি আকৃষ্টতা, দোল উৎসবের দিন নৃত্যরতা মোতিয়াকে উদ্ধারান্তে তার প্রতি তীব্র আসক্তি বশতঃ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধতা, উভয়ের জীবনে উত্তরসূরীর অভাব এবং পূর্ব পরিচিতা লীলাকে সহমরণের হাত থেকে বাঁচানো চার্ণকের জীবনের গতিকে পাল্টে দিল।

উত্তরকালে অজ্ঞাতবাসে গন্ধর্বমতে বিবাহ শেষে চার্ণক-এ্যাঞ্জেলার দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত।

ফৌজদারী মামলা থেকে চার্ণকের অব্যাহতি, কন্যাসন্তানের মেরী নামকরণ, কাশিমবাজার কুঠীতে পুনরায় বদলি, মেরীএ্যানের প্রেম প্রত্যাখান, বুলচাঁদের প্রতিহিংসা এবং গুডপাক্ষ হাউসের অগ্নিকাণ্ডে মেরীএ্যানের নিরুদ্দিষ্টতা চার্ণকের জীবনকে বদলে দিল। ব্যবসায়িক জটীলতা, অন্তর্দ্বন্দ, মোতিয়ার আকস্মিক বিদায় ও কাজীর ৪৩ হাজার টাকার ডিক্রী জারী, চার্ণককে কুঠীকয়েদ ও বিহ্বল করে তুললে বেগম গুল আনারের ছদ্মবেশে মেরীএ্যান এলো উদ্ধার করতে। চার্ণক হুগলী পালিয়ে গেলেও মোঘলের শিকার হলো মেরীএ্যান।

হুগলীতে এসে চার্ণক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হলেন ; মোঘল শিবির থেকে সন্ধির প্রস্তাব এলেও চার্ণক চলে এলো সুতানটীতে। কিন্তু চার্ণককে আসতে হলো হিজলীতে এবং আব্দুল সামাদের উপযুক্ত নৌ-শক্তির বিরুদ্ধে তিনি সম্মুখীন হলেন। তবে শেষ পর্যন্ত আব্দুল সামাদ রণে ভঙ্গ দিলেন চার্ণক আবার ফিরে এলেন সুতানটীতে। দেখা হলো মোতিয়ার সাথে। এ্যাডমিরাল হিথের চক্রান্তে চার্ণক সুতানটী ছাড়া হলে প্রেরণা দিলো এ্যাঞ্জেলা—সাহস যোগালো মোতিয়া।

মোঘলদের কাছে চূড়ান্ত পরাজয়ে ইংরেজদের মাদ্রাজে ঠেলে দিল। মোতিয়া তখন নবাব ইব্রাহিমের কাছে চিরবন্দিনীরূপে আত্মসমর্পিতা। নবাবের আমন্ত্রণ নিয়ে এ্যাঞ্জেলা মাদ্রাজে ছুটে এলে, চার্ণক সুতানটীতে ফেরবার স্বপ্নে ও নতুন বসতির কল্পনায় বিভোর হয়ে উঠলেন।

সাদর অভ্যর্থনা পেলেন চার্ণক সুতানটীতে। তাঁর স্বীকারোক্তি যেমন সুতানটীবাসীদের অশ্রুসিক্ত করে তুললো, তেমনি আধুনিক কোলকাতার বাতাসেও ভাসতে লাগলো সেই একই সুর—এই কোলকাতাতেই আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

বীরেশ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্ট
তরুণ অপেরা
রণবীর চন্দ্র চন্দ্র
রবি ঘোষ
শ্রীমতি অশোকা ঘোষ
অসীম পাল
কানাই মাঝি
বালেশ্বর (ফলতা)
কাঁচবাগান রাধাকৃষ্ণের
মন্দির কর্তৃপক্ষ
অমিয় কুমার দাঁ
গোবিন্দ নাগ এবং
ফলতা ও আশেপাশের
গ্রামবাসীগণ।

প্রচার পরিকল্পনা ঃ
বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

বিশ্ব পরিবেশনা ঃ
ছায়াবাণী (প্রাঃ) লিঃ

॥ ভূমিকায় ॥

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
আরতি ভট্টাচার্য
রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী
মঞ্জু চক্রবর্তী
লোলিতা চ্যাটার্জী
দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়
সবিতা মুখোপাধ্যায়
বিমল দেব
সত্য বন্দোপাধ্যায়
তরুণকুমার
এবং
শান্তিগোপাল
ও
অন্যান্য

জব চার্ণকের বিবি

অনিন্দিতা চিত্রের রঙ্গিন ছবি

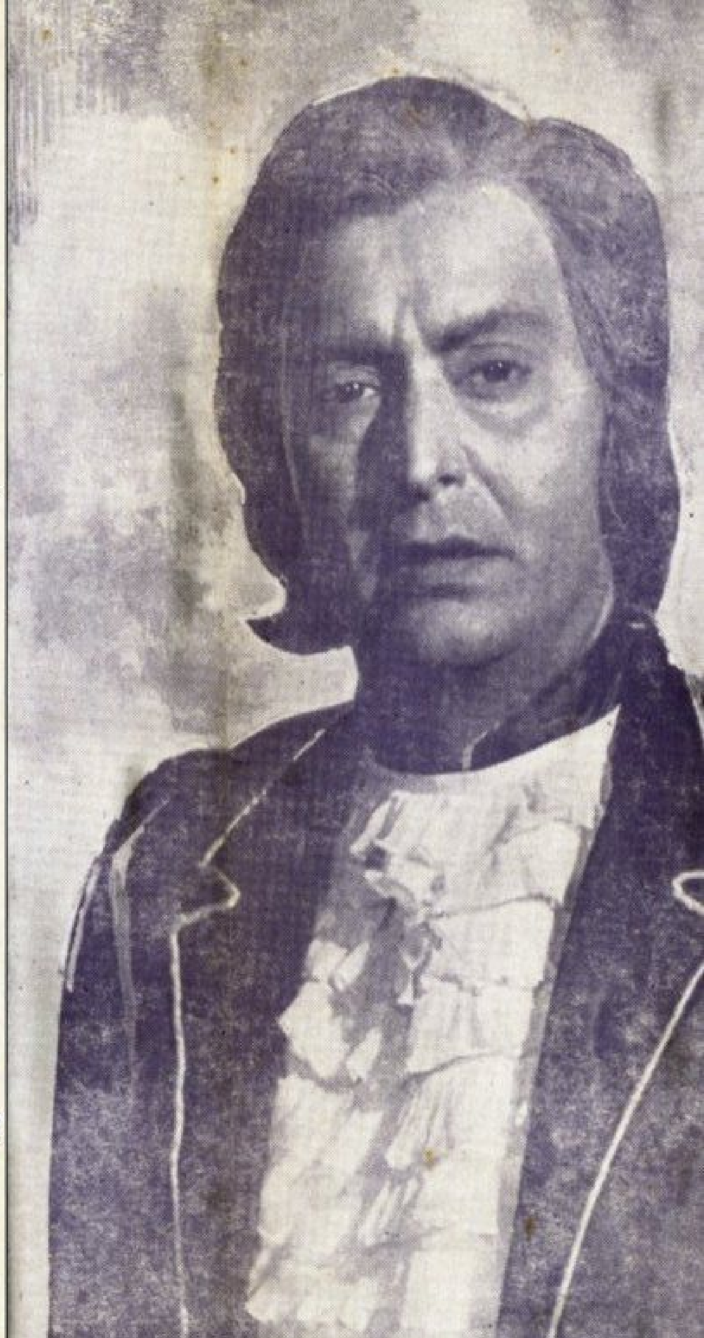

কাহিনী • ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ॥ প্রযোজনা • শ্রীমতী পূরবী পাল পরিচালনা • জয়ন্ত ভট্টাচার্য ॥ সংগীত • সুধীন দাশগুপ্ত

কলাকুশলী

অনির্বাণ চিত্রের নিবেদন

জব চার্ণকের বিবি (কালার)

প্রযোজনা :
শ্রীমতী পুরবী পাল
মূল কাহিনী :
ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
চিত্রনাট্য, সংলাপ ও
পরিচালনা :
জয়ন্ত ভট্টাচার্য
গীতিকার ও সংগীত
পরিচালনা :
সুধীন দাশগুপ্ত
চিত্রগ্রহণ :
মনীশ দাশগুপ্ত
সহযোগী :
কালি বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পনির্দেশ ও পোষাক-
পরিচ্ছদ পরিকল্পনা :
সুভাষ সিংহ রায়
সম্পাদনা :
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
মেক-আপ : ভীম নস্কর
কেশবিন্যাস :
পিয়ার আলী। নুরুল ইসলাম
মিসেস রোজী
কর্মাধ্যক্ষ :
রবীন মুখোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা :
পরিতোষ রায়
প্রধান সহঃ পরিচালক :
কণক চক্রবর্তী
শব্দগ্রহণ : বনশালী
(ফেমাস সিনে ল্যাব্ বম্বে)
অনিল দাশগুপ্ত। অমূল্য দাশ
জ্যোতি চ্যাটার্জী
আবহ সংগীত :
বলরাম বারুই
রিরেকর্ডিং : মঙ্গেশ দেশাই
(রাজকমল কলামন্দির বম্বে)
অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ :
টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও
স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ
প্রসেসিং :
বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ
নৃত্য পরিচালনা : প্রভাত ঘোষ
দৃশ্যপট :
কবি দাশগুপ্ত। জগবন্ধু সাউ
পোষাক পরিচ্ছদ :
দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই
মৃৎশিল্পী :
রাখাল পাল। জীতেন পাল
সমরেশ চন্দ্র। বিশ্বরঞ্জন দাস
বিস্ফোরণ উপদেষ্টা :
ডাবু গাঙ্গুলী
অস্ত্র সরবরাহ : এ. টি. দাঁ
স্থিরচিত্র : স্টুডিও পিক্স্
পরিচয়লিখন :
বিরাজ সেনগুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ : ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য

হিসাব রক্ষক : রামলাল নন্দী
গান :
আশা ভোঁসলে
সুস্মিতা মুখার্জী
গৌরী শ্রীমতী
আলোক সম্পাত :
প্রভাস ভট্টাচার্য। ভবরঞ্জন দাস
সুনীল শর্মা। তারাপদ মান্না
কাশী কুঁহার। রামদাস কুঁহার
কিশোরী ভট্টাচার্য। হংসরাজ
তুলসী মিত্র। নারায়ণ চক্রবর্তী

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনা :
বকুল মজুমদার। সুনীল দাস
সংগীত :
অলোকনাথ দে। সুমিত মিত্র
চিত্রগ্রহণ :
শংকর গুহ। স্বপন নায়ক
শিল্পনির্দেশ : জগবন্ধু সাউ
সম্পাদনা :
অনিল দাস। অনিল নন্দন
মেক-আপ :
অজিত মণ্ডল। প্রদীপ বাগ
ব্যবস্থাপনা :
রমেন দেব। সুনীল দত্ত
শব্দগ্রহণ :
সোমেন চ্যাটার্জী। রথীন ঘোষ
গোপাল। রবীন। ভোলা
বাবাজী
নৃত্য পরিচালনা :
জুরি ঘোষ। পান্নালাল মুখার্জী

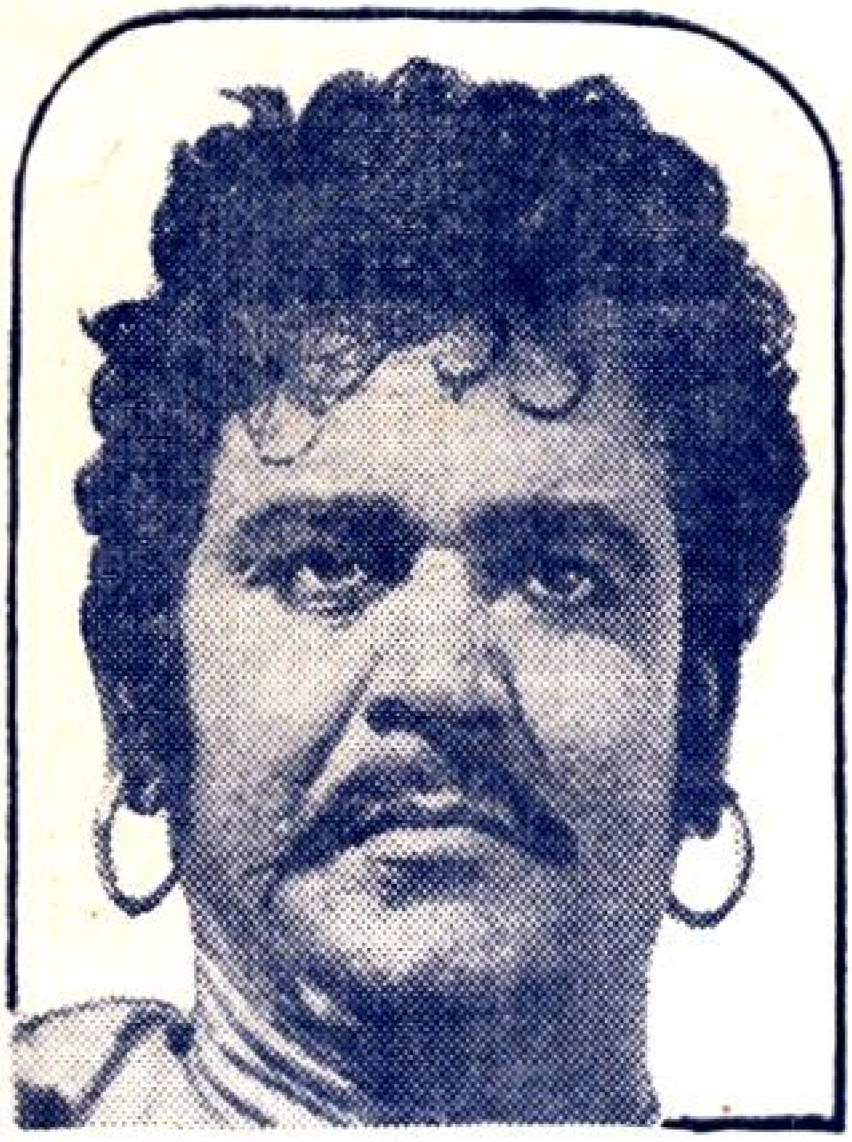

জব চার্নকের বিবি

অনির্বাণ চিত্রের রঙ্গিন ছবি

গান। এক

হ্যালো মাই ডিয়ার হ্যাভ নো ফিয়ার
এসো আরো কাছে আরো মজা আছে
দ্য লাইফ ইস টু শর্ট
নাই বা হলে হুঁশিয়ার,
ও মাই লাভ, মাই ডিয়ার।
দ্যাখো আমার এই নাচ খেয়ে নাও একটু পাঞ্চ
মনকে রঙ্গীন করে নাও,
ও মই লাভ, ও ডিয়ার
এসো আরো কাছে আরো মজা আছে
দ্যা লাইফ ইজ টু শর্ট
নাই বা হলে হুঁশিয়ার,
ও মাই লাভ, মাই ডিয়ার—
যাও খুশীতে গেয়ে গান
হ্যাভ এ্যা গুড চাটই হ্যাভ সাম ফান
নাইট ইস সো ইয়াঙ, হলেই বা প্রেমের শিকার
এসো আরো কাছে আরো মজা আছে
দ্য লাইফ ইস টু শর্ট
নাইবা হলে হুঁশিয়ার
ও মাই লাভ, মাই ডিয়ার
ও মাই লাভ, মাই ফিয়ার—

গান। দুই

ছ্যারা র‍্যারা র‍্যারা র‍্যারা র‍্যারা র‍্যারা
র‍্যারা হোলী হ্যায়।
হোলী—এলোরে এলোরে হোলী এলোরে—
হোলী এলোরে এলোরে হোলী এলোরে
সাহাব যদি···আরে সাহাব যদি হতো শ্যাম
এমনি করেই রঙ মাখতাম
ভর—পিচকারী ঘচককে মারি—
হোলী খেলো করো ধুম ধাম।
সাহাব যদি আরে সাহাব যদি হতো শ্যাম
এমনি করেই রঙ মাখাতাম
ছুম ছুম ছানা নানা······নাচে মোতিয়া
নাচো গাও—মটকু বনিয়া
নাচো গাও মট্টুক বনিয়া
মোতিয়াও নাচে বনিয়াও নাচে
কেমন জোড়া মিলালো রাম
সাহাব যদি···আরে সাহাব যদি হতো শ্যাম
এমনি করেই রঙ মাখাতাম
ফাওয়াসে দেখো····· সাহাব ভিলাল
হোলীতে সব বে সামাল—
য্যায়সা নাটা—ত্যায়সা মোটা—
দুবলী পতলী না মানে বদনাম।
সাহাব যদি আরে সাহাব যদি হতো শ্যাম
এমনি করেই রঙ মাখাতাম
হোলী এলোরে এলোরে হোলী এলোরে
হোলী এলোরে এলোরে হোলী এলোয়ে

গান। তিন

আমি তো এক ঝুটা মোতি
কিই বা আছে আমার দাম।
তুমি সাচ্চা প্যার দিয়ে—
তুলিয়ে দিলে বদনাম
আমি তো এক ঝুটা মোতি
কিই বা আছে আমার দাম।
দিল যে তোমার—আশমান—
আশমানেরই—পাখী হয়ে,
শোনাই তোমায় গান
ডর লাগে এই বুঝি আমি
তোমায়—হারালাম—
তুমি সাচ্চা প্যার দিয়ে, তুলিয়ে দিলে বদনাম
আমি তো এক ঝুঠা মোতি—
কিইবা—আছে আমার দাম।
আন্ধেরায় তুমি আলো
তোমার চোখের রোশনী আমার—
স্বপ্ন দেখালো।
তাই—বুঝি এই জিন্দেগীতে,
তোমায় পেয়ে গেলাম
তুমি সাচ্চা প্যার দিয়ে ভুলিয়ে দিলে বদনাম।

গান। চার

প্রেম যদি হয় তবে তাই হোক
যাকে ভালবাসি সে আমার হোক—
ও ইট্‌স্ লাভ, লাভ, লাভ, লাভ,
এ্যাট ফার্সট সাইট।
মনের সঙ্গে যদি চলি
তবে কে এক কথা না বলি
আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ,
আই লাভ ইউ, ও ইয়েস আই ডু।
প্রেম যদি হয় তবে তাই হোক—
যাকে ভালবাসি সে আমার হোক।
ও ইট্‌স্ লাভ, লাভ, লাভ, লাভ,
এ্যাট ফার্সট সাইট।
বলোনা তুমিও আমাকেই চাও
আমাকে দেখেই সব হারাও
স ইউ লাভ মি, ইউ লাভ মি
ইউ লাভ মি, ইউ লাভ মি টু
প্রেম যদি হয় তবে তাই হোক
যাকে ভালবাসি সে আমার হোক
ও ইট্‌স্ লাভ, লাভ, লাভ, লাভ, লাভ,
এ্যাট ফার্সট সাইট।

গান। পাঁচ

মূর্ত মহেশ্বর মুজ্জল ভাস্কর
মিষ্টম মর নর বন্দম।
মূর্ত মহেশ্বর মুজ্জল ভাস্কর
মিষ্টম মর নর বন্দম
বন্দে বেদতনু মজ্জিত গহিত
বন্দে বেদতনু মজ্জিত গহিত
কাঞ্চন কামিনী বন্দম
মূর্ত—মহেশ্বর মুজ্জল ভাস্কর
মিষ্টম মর নর বন্দম
কোটি ভানুকর দীপ্ত সিংহ
মহো কটিতট কৌপীন বস্তম্
কোটি ভানুকর দীপ্ত সিংহ
মহো কটিতট কৌপীন বস্তম
আভীরাভীঃ হুঙ্কার নাদিত দিঙ,
মুখ প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যম্
বন্দে বেদতনু মুজ্জিত গহিত
বন্দে বেদতনু মুজ্জিত গহিত
কাঞ্চন কামিনী বন্দম
মূর্ত মহেশ্বর মুজ্জল ভাস্কর
মিষ্টম মর নর বন্দম
ভক্তি মুক্তি কৃপা কটাক্ষ প্রেক্ষণ
মেঘ দল নিদলন দক্ষং
বলে চন্দ্রধর মিন্দু বন্দ্যামি হ
নৌমি শঙ্কর মহাদেবম।
বন্দে বেদতনু মুজ্জিত গহিত
বন্দে বেদতনু মুজ্জিত গহিত
কাঞ্চন কামিনী বন্দম।
মূর্ত মহেশ্বর মুজ্জল ভাস্কর
মিষ্টম মর নর বন্দম।

ANIRBAN CHITRA PRESENTS

JOB CHARNOCKER BIBI

COLOR

PRODUCED BY

SM. PURABI PAUL

STORY

DR. PROTAP CH. CHUNDER

DIRECTION

JAYANTA BHATTACHARYA

MUSIC

SUDHIN DASGUPTA

CAST

SOUMITRA CHATTERJEE

ARATI BHATTACHARJEE

MANJU CHAKRAVORTY

RAJESWARI ROYCHOWDHURY

SANTIGOPAL

'Job Charnocker Bibi' recalls a memorable chapter in the life of Job Charnock the founder of the City of Calcutta as also its life force.

A class IV loyal employee of the East India Company holding licence for duty-free trade throughout Bengal, Bihar and Orissa Job Charnock was also a fan of the dance performance of Mary Anne but in reality he was homesick yet dutiful.

He got over the homesickness when circumstances brought him to Patna but the course of his life was changed by his attraction for a Hindu girl Leela (Angela), his passion for and marriage to Motia whom he rescued while dancing on the 'Dol' festival day; their childlessness, and saving the old acquiantance Leela from concremation.

Later Charnock started a conjugal life by marrying Angela according to informal rites while living incognito.

There was another turn in Charnock's life when he was acquitted in a criminal case, christened his baby daughter as Mary, was transferred to Cossimbazar Establishment, spurned Mary Anne's love, became a victim of Bulchand's revenge and Mary Anne disappeared after a fire in old Punch House.

Charnock was also disconcerted by business complications, mental struggle, unexpected departure of Motia and detention at the Establishment as a result of a decree for Rs. 43000/- executed by the qazi.

Mary Anne appeared in the guise of Begum Gul Anar to spirit away Charnock. While he could flee to Hooghly, she fell a prey to the Moghuls.

Charnock initiated direct action from Hooghly and repaired to Sutanati ignoring a peace feeler from the Moghuls. However he had to come to Hijli to face the formidable naval force of Abdul Samad but as the latter ultimately declined to flight, Charnck returned to Sutanati where he met Motia again.

When Charnock had to leave Sutanati owing to Admiral Heaths conspiracy Angela provided inspiration and Motia courage.

The ignoble defeat by the Moghuls pushed the English to Madras. By then Motia had surrendered herself fully to Nawab Ibrahim Angela rushed to Madras with an invitation from the Nawab and Charnock became immersed in his dream of returning to Sutanati to found a new settlement.

Sutanati warmly welcome Charnock ; His confession—'In this Calcutta I was I am and I shall be' not only brought tears to the then inhabitants of Sutanati but has also been wafted to present day Calcutta.

Printed by : ESDEE PRINTERS/CALCUTTA-700006